লোকজ কৃষিবার্তা

আষাঢ় ১৪২৪, জুন ২০১৭

LoCOS
লোকজ

লোকজ
কৃষিবার্তা
আষাঢ় ১৪২৪, জুন ২০১৭

সম্পাদকীয়

সম্পাদনা
দেবপ্রসাদ সরকার
পলাশ দাশ

অনুলিখন
মিলন কান্তি মণ্ডল
দিপঙ্কর কবিরাজ

বানান সমন্বয়
ফারুখ সিদ্ধার্থ

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪২৪, জুন ২০১৭

প্রকাশনায়
লোকজ
বটিয়াঘাটা, খুলনা

মুদ্রণ
মুদ্রাকর, খুলনা

বিশ্বের কৃষি ও খাদ্য-বাজার গুটি কয়েক বৃহৎ করপোরেটের হাতে বন্দি। গত কয়েকদিন আগে দৈনিক বনিকবার্তায় প্রকাশিত একটি সংবাদ বলছে গোটা বিশ্বে কৃষক আছেন ৫৭ কোটি, আর ভোক্তা রয়েছে ৭০০ কোটি। অথচ মুষ্টিমেয় কোম্পানির হাতে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এ খাতের পুরোটা। ফসলের মাঠ থেকে দোকান কাউন্টার পর্যন্ত সবকিছুই রয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণে। বীজ ও অ্যাগ্রোকেমিক্যাল খাতের কথাই যদি ধরি, ৬ হাজার ৬০০ কোটি ইউরোর বিনিময়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বীজ উৎপাদনকারী 'মনসান্তো'কে অধিগ্রহণ করেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কীটনাশক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'বেয়ার'। যদি এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুমোদন পাওয়া যায়, তবে সারা বিশ্বের বীজ ও অ্যাগ্রোকেমিক্যাল বাজারের ৬০ শতাংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে তিনটি জায়ান্ট বহুজাতিক কোম্পানি– বেয়ার-মনসান্তো, ডো-ডুপন্ট ও কেমচায়না-সিনজেন্টা। এছাড়া ইটিসি নামের একটি মার্কিন বেসরকারি সংস্থা– তাদের এক পর্যবেক্ষণে দেখিয়েছে, প্রথম সারির কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর করপোরেশনগুলো অচিরেই গ্রাস করবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ও কীটনাশক উৎপাদনকারীদের। অর্থাৎ হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করবে আমাদের খাদ্যশৃঙ্খল।

এই আধিপাত্যবাদী বিশ্ব কৃষি বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে আমাদের কৃষিতে। কৃষকের হাতে থাকছে না তার বীজ। এই অবস্থায় ২০০৯ সাল হতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারসিক ও মিজরিওর সহযোগিতায় লোকজ-**LoCOS** Facilitation Program for Farmers Led Agricultural Approach ও ২০১০ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত Farmers Led Agro Biodiversity Conservation & Empowerment কর্মসূচির মাধ্যমে লোকায়ত জ্ঞান, পরিবেশ, কৃষি, প্রাণ-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৩ থেকে মিজরিওর জার্মানীর সহযোগিতায় 'লোকজ' Farmers Led Agricultural Development Project বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বাস্তবায়িত নানা ধরণের কর্মসূচির খবর নিয়ে লোকজ কৃষিবার্তা প্রকাশিত হলো। এছাড়া কৃষিবার্তাটিতে কৃষি অনুপ্রেরণার স্থানীয় কিছু কথা প্রকাশ করা হয়েছে। 'বারসিক'-এর সহযোগী সমন্বয়কারী এবিএম তৌহিদুল আলম এবং সাংবাদিক গৌরাঙ্গ নন্দী লেখা দিয়ে সহায়তা করেছেন, বানান সমন্বয় করেছেন কবি ফারুখ সিদ্ধার্থ। বার্তাটি প্রকাশনায় সহায়তাকারী সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বিশ্বব্যাপী বীজ আগ্রাসনের এই সময়ে সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো খবর হলো জৈব কৃষি ও স্বনির্ভর ঋণ আন্দোলনে এলাকার ৪২৮ জন কৃষক সংগঠিত হয়েছেন। এই কৃষকরা কৃষি উন্নয়নে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ, দেশীয় বীজ সত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখা, সামাজিক সমস্যা নিরসন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপনসহ নানাবিধ বিষয়ে কাজ করছেন। তারা কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষকদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে এনজিও ঋণের বিপরীতে স্বনির্ভর ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কৃষিভর্তুকি নিশ্চিতকরণ ও শস্যবীমা চালু, যুগোপযোগী নতুন স্লুইচ গেট স্থাপন এবং উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচু ও আধুনিকায়ন, ভরাটকৃত নদী-খাল খনন ক'রে সকল মৌসুমে ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ, ক্রেতা বা ফড়িয়াদের সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করা ও সরকারি চাকরিতে কৃষক সন্তানের ৫০% কোটা সংরক্ষণ; কৃষকদের ইত্যাদি দাবির প্রতি জোরালো সমর্থনের সময় এসেছে। সময় এসেছে 'কৃষি বাঁচলে দেশ বাঁচবে, এই উপলব্ধিকে অগ্রসর করার।

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় কৃষকের ধান গবেষণা: সমস্যা সমাধানে কৃষকের নিজস্ব উদ্যোগ

এবিএম তৌহিদুল আলম

...এ অঞ্চলে ধান্যত্রে অধিক এবং যেখানে জমি বারো মাস জল প্লাবিত থাকে না সেখানে স্বল্পায়াসে প্রচুর ধান্য হয়। ... যেখানে স্থান একটু পলির বলে উচ্চ হয়, সেখানে মনুষ্য বল ও কৌশলে শ্বাপদ সংকুল স্থানে আত্বরা করিয়া "বাদা" কাটিয়া আবাদ বা শস্যত্রে প্রস্তত করিতেছে এবং সেই বহুযুগের পতিত নবাবিস্কৃত অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজমুষ্টি নিপে করিলে শস্যের স্বর্ণবৃষ্টি হয়, ঐতিহাসিক শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকের ধান চাষাবাদকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলা ধানের দেশ। দেশের অন্যান্য এলাকার মতোই দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার কৃষকের কাছে ধান 'ধন' হিসেবে বিবেচিত। সমতলের মতো উপকূলীয় এলাকা থেকেও বিলুপ্ত হয়েছে স্থানীয় জাতের বিশাল-বিপুল-বিচিত্র ধানজাত সম্ভার। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে বিশিষ্ট ধান বিজ্ঞানী ড. জিনি হেকটর হিসাব করেছিলেন যে, এদেশে বিভিন্ন মৌসুম মিলিয়ে প্রায় ১৮ হাজার ধানের জাত চাষ করা হয়[1]। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা, পরিবেশ-প্রতিবেশগত পরিবর্তন, বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ আর অপরিণাম উন্নয়ন উদ্যোগের কারণে গাঙ্গেয় প্লাবন পললভূমির অন্তর্ভুক্ত খুলনার বটিয়াঘাটা ও দাকোপ এলাকায় কৃষি-প্রাণবৈচিত্র্য ক্রমশ কমছে। বিশেষত ২০০৯ সালের ২৫ মে প্রলয়ংকরী সাইক্লোন 'আইলা' এলাকার কৃষি-পরিবেশ ও স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকায় ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সাইক্লোন 'আইলা' ৩টি জেলায় কমবেশি ক্ষতি সাধন করে। প্রায় ২০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে যায় এলাকার কৃষি ও জনজীবন। লবণ-পানি ফসলের জমিতে জমে থাকায় পরবর্তী রবি-মৌসুমের ফসল ও চাষ করতে পারেন নি এলাকার কৃষকরা। দুর্যোগ পরবর্তীকালে এলাকায় বাস্তবায়িত ১১৬টি প্রকল্পের মধ্যে বেসরকারি সংস্থা বাস্তবায়ন করে ১১৪টি প্রকল্প। সংস্থাগুলো ১৭৪৭৫৪২ জন মানুষের মঝে ৩০২,৩১১৮,০৪২ টাকা খরচ করে খাদ্যসামগ্রী, ওষুধ, বস্ত্র, গৃহস্থালি উপকরণ, গৃহায়ণ, গৃহ মেরামতের সরঞ্জাম, গৃহ পুনর্নির্মাণ, পানীয়জল, স্যানিটেশন, মৎস্যখাত, শিক্ষা, আয়মূলক কার্যক্রম, ক্যাশ ফর ওয়ার্ক কাজে ব্যয় করেছে[2]। কিন্তু গ্রামীণ জীবনের প্রধানখাত কৃষি বলা যায় থেকেছে উপেক্ষিত। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া জনবিচ্ছিন্ন কার্যক্রমের ফলে অনেক বিষয় সামনে এলেও দুর্গত এলাকার মানুষের জীবিকার প্রধানতম খাত কৃষি বিবেচনায় না আসায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোটা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। 'আইলা'র ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে এবং প্রধান খাদ্যশস্য ও বোরোধান হারিয়ে দাকোপ ও বটিয়াঘাটার কৃষকরা যখন আবার ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন তখন বীজ কোম্পানিগুলো 'আলোড়ন' হাইব্রিড ধান বীজের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করে ব্যবসা শুরুর পাঁয়তারা করে। কৃষকদের নামমাত্র মূল্যে, এমন কি বিনামূল্যেও, এই বীজ বিতরণ ক'রে বীজ আগ্রাসনের প্রচেষ্টা চালায়।

এরকম এক প্রেক্ষিত সামনে রেখে ২০০৯ সালে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের গঙ্গারামপুর গ্রামের কৃষকদের সাথে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন লোকজ স্থানীয় লুপ্তপ্রায় ধানজাত নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করে। গবেষণার শুরুতে কৃষকরা স্থানীয় এলাকা থেকে লুপ্তপ্রায় স্থানীয় ধানজাত সংগ্রহের চেষ্টা করেন, যা তাদের লবণাক্ত মাটি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চাষাবাদ করা যাবে, পরিমিত বিনিয়োগে ও কম ঝুঁকিতে জন্মাবে। কৃষকরা উদ্যোগী হয়ে স্থানীয় এলাকা থেকে চাষাবাদে না থাকা ও প্রায় হারিয়ে-যাওয়া ধানজাতগুলো খুঁজে সংগ্রহ করে জমিতে লাগিয়ে পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে পরীক্ষণের প্রায়োগিক প্রচেষ্টা শুরু করেন।

একই বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালের আমন মৌসুমে স্থানীয় কৃষক ও লোকজ যৌথ উদ্যোগে গঙ্গারামপুর গ্রামে প্রথমবারের মতো ৩৪টি লুপ্তপ্রায় স্থানীয় আমন জাত সিলেট বালাম, কলমিলতা, চিনিকানাই, দুধকলম, বাঁশফুল বালাম, জটাইবালাম, তেইশবালাম, চরোবালাম, রূপেশ্বর, কালোজিরা, বেনাপোল, হলদে-গোটাল, লাল-গোটাল, সাদাগোটাল, খেজুরছড়ি, কাঁচড়া/জলপায়রা, ময়নামতি, সাদামোটা, কালোমোটা, বজ্রমুড়ি, মরিচশাইল, জামাই নাড়ু, চাপশাইল, ভুটেসালট, সাহেবকচি, নাড়াজামাই নাড়ু, ডাকশাইল, মোহিনীসালট, কুমড়াগোড়, রানীসালট, ক্যারাঙ্গাল, মন্তেশ্বর, মোতা ও নোনাকচি নিয়ে প্রায়োগিক কৃষি গবেষণার কাজ শুরু করেন। স্থানীয় আবহাওয়া উপযোগী লবণ

---

[1] তালুকদার, মোহাম্মদ, হা র (সম্পাদনা), ১৯৮২। দেশী ধানের জাত, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিউট, জয়দেবপুর, ঢাকা পৃ.iv

[2] এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ১৮ বছর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ২০০৮

সহনশীল স্থানীয় ধানজাত নির্বাচনের এই কার্যক্রমটি কৃষকের আগ্রহের প্রেক্ষিতে বিগত ৮টি আমন মৌসুমে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং প্রতিবছরই এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ধানজাতের সংখ্যাও বেড়েছে। বিগত ২০১৬ আমন মৌসুমে ৩০টি স্থানীয় ধানজাত নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং বাকি ৫০টি ধানজাত সংরক্ষণের জন্য চাষাবাদ করা হয়। শুধু তাই নয়, কৃষকদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ধানজাত নির্বাচন গবেষণার কাজটি বিগত ২০১৩ সাল থেকে প্রতি আমন মৌসুমে দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ইউনিয়নের সাতঘরিয়া গ্রামেও কৃষক-লোকজ যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে।

লুপ্তপ্রায় স্থানীয় ধানজাত সংগ্রহ কাজের ধারাবাহিকতায় এপর্যন্ত আমন মৌসুমের ৮০ (HYV বাদে) টি ধান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। সেগুলো হলো- সিলেটবালাম, কলমিলতা, চিনিকানাই, দুধকলম, বাঁশফুলবালাম, জটাইবালাম, তেইশবালাম, চরোবালাম, রূপেশ্বর, কালোজিরা, বেনাপোল, হলদে-গোটাল, লাল-গোটাল, সাদাগোটাল, খেজুরছড়ি, কাঁচড়া/ জলপায়রা, ময়নামতি, সাদামোটা, কালোমোটা, বজ্রমুড়ি, মরিচশাইল, জামাইনাড়,- চাপশাইল, ভুটেসালট, সাহেবকচি, নাড়াজামাইনাড়ু, ডাকশাইল, মোহিনীসালট, কুমড়াগোড়, রানীসালট, ক্যারাঙ্গাল, মন্তেশ্বর, মোতা, নোনাকচি, মঘাইবালাম, হোগলা, হাতিবড়জ, খ্যাকশাইল, কইজুড়ি, হরিশংক, ঘুনসি, পাটনাই, কুটেপাটনাই, তালমুগুর, হামাই, ইঞ্চি, জাবড়া, কাজললতা, রত্না, সতীনধান, বেগুনবিচি, দুর্গাভোগ, খাইনল, খেজুরছড়ি (বালাম), ভোলানাথ, গোচী, রাজাশাইল, তিলেককুচি, হরিধান, দারশাইল, কাটিগচ্চা, মুড়াবাজাল, মালাগেঁথি, বৌসোহাগী, সুধা, কাটারিভোগ, লিলি, বেনাঢোল, কালকুচ, লালমোটা, গোপালভোগ, চিনিআতপ, হরগোজা, কালমনা ও পড়িখরাজ। এছাড়া বোরো মৌসুমের ২টি জাত: নয়নমনি ও কালোবোরো এবং আউশ মৌসুমের ২টি- কালো আউশ ও হুলো বাবুই জাত সংগৃহীত হয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের ধানজাতের চাহিদার প্রেক্ষিতে চিনিকানাই, কালোজিরা, রানীসালট, কাঁচড়া, মোহিনীসালট জাতগুলির বীজ বর্ধন করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উৎপাদন ও খরচের বিবেচনায় লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর, সুরখালি, বটিয়াঘাটা, ভান্ডারকোট ও দাকোপ উপজেলার দাকোপ ও কামারখোলা ইউনিয়নে কৃষকরা কালোজিরা, কাঁচড়া, সাদামোটা, মোহিনীসালট, চিনিকানাই, বাঁশফুল, লালগোটাল, হলদে-গোটাল, জটাই বালাম, কুমড়া গোড়, মরিচশাইল জাতগুলো আমন মৌসুমে চাষ করছেন। এই বীজগুলো এখন এলাকার কৃষকের কাছেও সহজপ্রাপ্য।

স্থানীয় কৃষক ও লোকজ-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ধানজাত নির্বাচনের এই প্রায়োগিক গবেষণাটি গ্রামের কৃষকরাও নিজ জমিতে নিজ উদ্যোগে পরিচালনা করছেন। বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর, সুরখালী, ভান্ডারকোট, বটিয়াঘাটা, জলমা ও আমীরপুর ইউনিয়নের গঙ্গারামপুর, কাতিয়ানাংলা, কায়েমখোলা, ঝড়ভাঙা, আমতলা, বরণপাড়া, গোন্ধামারী, সুখদাড়া, হেতালবুনিয়া, দেবীতলা, সুরখালী, কল্যাণশ্রী, ডেউয়াতলা, বয়ারভাঙ্গা, শিয়ালীডাঙ্গা, ভান্ডারকোট, খারাবাদ, তলাপাড়া, ঝালবাড়ি ও দাকোপ উপজেলার দাকোপ, কামারখোলা ও কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নের ওড়াবুনিয়া, কাকড়াবুনিয়া, সিটিবুনিয়া ও দক্ষিণ দাকোপ, কালিনগর, ভিটেভাঙ্গা, সাতঘরিয়া, ফকিরডাঙ্গা, শাহারাবাদ, কামারখোলা, শ্রীনগর, রাজনগর, জয়নগর ও পারজয়নগর গ্রামের কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের ধানজাত নিয়ে পরীক্ষণ করছেন।

কৃষকদের পরিচালিত ধানজাত নির্বাচনের এই প্রায়োগিক গবেষণা এলাকায় লুপ্তপ্রায় স্থানীয় ধানজাতের সহজপ্রাপ্যতা তৈরি করেছে। পারস্পরিক বীজ সম্পদ বিনিময় কৃষকদের মানসিক মনোবল সুদৃঢ় করেছে। বীজ সম্পদে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এ-ধরনের উন্নয়ন উদ্যোগ সম্প্রসারণে কৃষকই কেন্দ্রে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আর স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন লোকজ কৃষকের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে মাত্র। জনবান্ধব ও প্রতিবেশ উপযোগী এসব উদ্যোগ স্থানীয় পেশাজীবী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরিতেও ভূমিকা রেখেছে; যার ফলে স্থানীয় পেশাজীবী প্রান্তিক জনগণ এলাকায় ২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৩০টি কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। কৃষকদের এই গবেষণা বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রশংসিত হয়েছে। উন্নয়ন সংগঠন লোকজ প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের উদ্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে শস্য-ফসল উৎপাদনের প্রতিকূলতাকে জাত নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত করে কৃষকদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ক'রে কৃষকের মনোবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। (সংক্ষিপ্ত)

নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনের নেশায় আরুণি

গৌরাঙ্গ নন্দী

গ্রামের রাস্তার পাশেই ধানের ক্ষেত। যতদূর চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। কার্তিকের বাতাসে সবুজের কচিপাতায় ঢেউ ওঠে। আরুণি তা চেয়ে চেয়ে দেখেন, নেমে যান ধানের ক্ষেতে, কটি ডগা বেরোল– পরীক্ষা করেন; থোড় (ধানের শীষ) এলো কি-না গভীরভাবে তাকিয়ে দেখেন; আর ভাবেন আরও দুটো বছর পেরুলে তিনি দাবি করতে পারবেন, তিনি একটি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন। মনে মনে শঙ্কা বোধ করেন এই ভেবে যে, প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিবিহীন এই চাষিকে নতুন জাতের উদ্ভাবক হিসেবে কেউ কি মেনে নেবে?

আরুণি সরকার (৪২) একজন কৃষক। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। প্রধানত পরের জমিতে বর্গা চাষ করেন। প্রয়োজনে দিনমজুরিও করেন। তবে তাঁর নেশা ধানের চাষ করা। কীভাবে ধানের ফলন বাড়ানো যায়, প্রাকৃতিক উপায়ে বালাই দমন করা যায়, প্রতিকুল অবস্থায়ও ধান কীভাবে টিকে থাকতে পারে; এসবই তাঁর ভাবনা। আর সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তাঁর নিরন্তর চেষ্টা একটি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করা।

আরুণি তাঁর সামান্য একটু চাষের জমিতে এই পরীক্ষাটি করে চলেছেন গত ছয় বছর ধরে। এই ছয় বছরের চেষ্টায় তিনি বেশ আশাবাদী যে আর দুটো বছর গেলেই তিনি ঈষৎ নোনা সহনশীল একটি উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবনে সক্ষম হবেন। যে-ধানটি প্রচলিত উফশী (উচ্চফলনশীল) জাতের ধানের চেয়ে ভিন্নতর হবে। এর উৎপাদনও হবে বেশি, আবার এর ভাতও হবে চমৎকার– খেতে হবে সুস্বাদু।

সম্প্রতি তাঁর ধানক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর মাথায় কোথা থেকে এই নতুন জাত আবিষ্কারের চিন্তা আসে? তিনি বলেন, লোকজ নামের এলাকার একটি বেসরকারি সংগঠন স্থানীয় জাতের ধানের বীজ সংরক্ষণে কাজ করে। তারা এই বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়, এলাকাবাসীকে স্থানীয় জাতের ধানবীজ সংগ্রহের গুরুত্বের কথা বলেন। সেই আলাপ-আলোচনায় অংশ নিতে নিতে তাঁর মাথায় নতুন জাত উদ্ভাবনের চিন্তা মাথায় আসে। যখন তিনি এ-কাজটি শুরু করেন, তখন তারাও তাঁকে এ-বিষয়ে উৎসাহ দিতে শুরু করেন। তিনি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন।

তিনি ঢাকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারসিক-এর আয়োজনে ২০১০এর অক্টোবরে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার গুলিসাখালি রিসোর্স সেন্টার-এ অনুষ্ঠিত এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন। এতে ফিলিপাইনের কৃষিবিজ্ঞানী ও গবেষক বং কায়াবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমন ধানের ক্রস ব্রিডিং-এর ওপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ নেন। হাতে-কলমে শেখা বিষয়টি কাজে লাগাতে শুরু করেন।

কীভাবে একটি নতুন জাত উদ্ভাবিত হয়? জানতে চাইলে আরুণি বলেন, ঠিক রাখতে হয় মা (নারী) ধানের গাছ ও বাবা (পুরুষ) ধানের গাছ। ধানের গাছে যখন থোড় আসে, ধানের খোসার মধ্যে কেবলি দুধের মতো তরল অবস্থা তৈরি হয়, তখন একটি মা-ধান ও একটি বাবা-ধানকে নিষিক্ত (শঙ্করায়ন) করানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় আটটি ধাপ পেরুলে একটি নতুন জাতের ধান পাওয়া যায়। দুই বা ততোধিক ধরনের ধান নিষিক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে একটি নতুন জাত পাওয়া যায় বিধায় এতে ওই সব ধানের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।

২০১০ সালে ১০টি জাতকে নারী ও ১০টি জাতকে পুরুষ নির্বাচিত করে ইমাসকুলেশন-Emasculation (মুষ্কচ্ছেদন) ও পলিনেশন-Pollination (পরাগায়ন)-এর মাধ্যমে ক্রস ব্রিডিং করেন। ১০টি জাতের মধ্যে ৬টি জাতের সফলতার পর F-1 (ফেজ-১)-এ উন্নীত হয়। পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে ২০১১ সালে ৬টি জাত নিয়ে এফ-২, ২০১২ সালে ৬টি জাত নিয়ে এফ-৩, ২০১৩ সালে ৬টি জাত নিয়ে এফ-৪, ২০১৪ সালে ৬টি জাত নিয়ে এফ-৫, ২০১৫ সালে ৬টি জাত নিয়ে এফ-৬, ২০১৬ সালে ৬টি জাত নিয়ে এফ-৭ পর্যায়ে এসেছে।

বর্তমানে মাদার ও ফাদার ধান-জাতের মধ্যে এফ-৭-এ উন্নীত জাতের মধ্যে ধানের আকার বড় হয়েছে, দুর্যোগ সহিষ্ণুতা, মাদার ফাদার থেকে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাদার ফাদার থেকে জীবনকাল কমেছে। আশা করা যাচ্ছে, এই ব্রিডিং-এর মাধ্যমে স্থানীয় আমন ধানের উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত উন্নয়ন হবে।

আরুণি সরকার খুলনাঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় ধানগুলোর মধ্যে থেকেই নতুন জাতের ধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি এ-বছর মা বা নারী ধান হিসেবে 'সাহেব কচি' এবং বাবা ধান হিসেবে 'কাঁচড়া' ধান ব্যবহার করছেন। এই দুটো জাতের ধানই স্থানীয় এবং বিলুপ্তপ্রায়। এর ফলন কম বিধায় কৃষকরা উফশী জাতের ধানের চাষ করেন। তাঁর এই ছয় বছরের চেষ্টায় তিনি দেখেছেন প্রচলিত ধান যেখানে একর প্রতি বিশ মণ ফলন পাওয়া যায়, সেখানে তাঁর এই নতুন জাতের ফলন একর প্রতি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মণ। পানিতে ডুবে গেলেও এই ধানের ক্ষতি হয় না, অর্থাৎ ধানের কাণ্ড সহজে পচে যায় না।

এই বিষয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক মণিরুল ইসলাম রিপনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের কৃষক হচ্ছেন বড় বিজ্ঞানী। বটিয়াঘাটার এই কৃষক যে-কাজটি করছেন, আমরা তাকে শঙ্করায়ন পদ্ধতি বলে থাকি; তিনি সঠিকপথেই এগুচ্ছেন। তবে তাঁকে এই কাজের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নতুন জাতটির কী নতুন বৈশিষ্ট্য তাও প্রমাণ করতে হবে এবং সকল তথ্য-উপাত্ত জাতীয় বীজ-বোর্ডে জমা দিতে হবে। তবেই তাঁর নতুন জাতের স্বীকৃতি মিলবে। প্রক্রিয়াটি একটু দীর্ঘ।'

অধ্যাপক রিপনের মতে, একটি নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দশ থেকে বারো বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। আট বছরের পর্বটি পার হলে বলা হয় 'পিওর লাইন'। এরপরই 'রিজিওনাল লাইন'। প্রকৃতপক্ষে এর পরের কাজটি হচ্ছে ভিন্নতর মাঠে এর প্রয়োগ ও ব্যবহার। নতুন জাতটি ভিন্নতর পরিবেশে টিকতে পারার সক্ষমতা এবং ফলনের সক্ষমতা যাচাই করা হয়। ভিন্নতর পরিবেশেও এর সুফল পাওয়া গেলে তবেই নতুন জাত হিসেবে সার্থকতা প্রমাণিত হবে।

Lyjbv; Ryb 18, 2017

দু'হাজার প্রজাতির ওষধি বাগান: স্বাবলম্বী আইয়ুব-নিপা দম্পতি

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পালাক্রমে দুই সহস্রাধিক প্রজাতির ওষধি বাগান গড়ে তুলেছেন কাতয়ানংলার নারী কৃষক নাজনিন আক্তার নিপা ও তার স্বামী কবিরাজ আয়ুব আলী। বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের কবিরাজ, হাকিম, সাধুগুরুদের চাহিদার ভিত্তিতে তারা এই ওষধি গাছের বাগান গড়ে তুলেছেন। মহাদুর্লভ রিস্মগন্ধা, বৃহদাকার, নাগেশ্বর, তেজবল, হলুদবাসক, লক্ষনা, হস্তিকর্ন, শ্বেতপলাশ, মহুয়া, আলু-বোরখা, মনজিষ্টা, ত্রিশুল, অশ্বগন্ধা, স্বর্পগন্ধা, গন্ধনাবুলি, জাতিপুস্প, বিশল্যকরণীসহ অনেক মহামূল্যবান গাছ তারা ভারত থেকে এনেছেন। এছাড়া তারা কোরিয়া থেকে জিনসেন, মালয়েশিয়া থেকে রামভূটান এবং দেশের মধ্যে রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, পাহাড়তলী, খাগড়াছড়ি, ময়মনসিংহ, ঈশ্বরদী, টাঙ্গাইল, ঢাকা, গাজীপুর থেকে বহুগাছ সংগ্রহ করেছেন। সুন্দরবন থেকে খলিশা, পশুর, ধুন্দল, বাওয়ালী লতা, আমুড় গাছ লাগিয়েছেন। এছাড়া কয়েকশ' বছরের পুরাতনসহ আধুনিককালের অতিদুর্লব মহামূল্যবান শতাধিক আয়ুর্বেদিক বই তাদের সংরক্ষণশালায় রয়েছে। এর মধ্যে আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, আয়ুর্বেদ শিক্ষা, কবিরাজি শিক্ষা, চিকিৎসা দর্শন, বৈষয্য রত্নাবলি চড়ক সংহিতা, মুক্তাবলি, দ্রব্যগুণ অভিধান, পাচন সংগ্রহ, আদিআসল লোকমান হাকিমী, চিরঞ্জিব বনৌষধী ১১খণ্ড অন্যতম।

খুলনা শহর থেকে খুলনা-নলিয়ান মহাসড়কের ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং সুন্দরবন থেকে ২৫ কিলোমিটার উত্তরে কাতিয়ানাংলা গ্রামের এই দুই বিঘা জমির বাড়িটি ২০৫০ প্রজাতির ওষধি গাছ-গাছালিতে ভরপুর। বাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে কবিরাজ বাড়ি। লোকসংখ্যা চারজন। নাজনীন আক্তার নিপা, স্বামী মোঃ আইয়ুব আলী, বড় মেয়ে জিনিয়া আক্তার মীম খুলনা ইউনানি মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থী। ছোট মেয়ে আরফা আক্তার আঁখি নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। বড় মেয়ের নামের সাথে মিল রেখে বাগানের নাম রেখেছেন 'জিনিয়া ঔষধি বাগান'।

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর কবিতার দুই চরণের মর্মার্থ ফুটে উঠেছে আইয়ুব-নিপার জীবনে। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম কাতিয়ানাংলা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় হালদার বাড়ি। হালদার বাড়ির প্রয়াত দবির উদ্দিন হালদার এর ছয় ছেলে মেয়ের মধ্যে চতুর্থ সন্তান মোঃ আইয়ুব আলী, বয়স ৪৫ বছর, লেখাপড়া ১০ম শ্রেণি। ১৯৯৩ সালে তার সাথে বিয়ে হয় খুলনা নগরীর রায়েরমহলের নাজনীন আক্তার নিপার সাথে। উচ্চমাধ্যমিক পাস করা নিপার অভাবী সংসারে বিয়ে হওয়ার কারণে লেখাপড়া আর এগোয় নি। পিতৃহারা আইয়ুব আলী তার অপর দুই ভাইয়ের সাথে একই পরিবারে বসবাস করতেন। ১৯৯৮ সালে তাদের বাড়িতে ডাকাতি হয় এবং সর্বস্ব লুটে নেয়। ডাকাতির পর অভাব যেন তাদের পিছু ছাড়ে না।

আইয়ুব আলীর পেশা দর্জিদারি ও কৃষিকাজ। বেশি উপার্জনের আশায় এই পেশা ছেড়ে ট্রলার নিয়ে সুন্দরবন ও সাগরে মাছ ধরা শুরু করেন। কিন্তু পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকায় আইয়ুব আলীকে বড় ধরনের লোকসান গুনতে হয়। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে আবার কৃষিকাজ শুরু করেন। অভাব ঘোচাতে নিপাও শুরু করেন দর্জির কাজ ও টিউশনি।

স্বামীর কৃষিকাজ আর নিপার দর্জি ও টিউশনির পাশাপাশি তারা দুজনে এক নতুন স্বপ্ন নিয়ে এগুতে থাকেন। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ২/১টি করে ওষধি গাছ এনে বাড়িতে লাগাতে থাকেন। বাবুই পাখির বাসা বানাবার মতো নিরবে-নিভৃতে চলতে থাকে তাদের গাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ। মাঝে-মধ্যে আইয়ুব আলী ঐসব গাছের শিকড়, বাকল, পাতা দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে থাকেন। কিছুদিন পর আইয়ুব আলী আইয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিষয়ে শর্টকোর্স সম্পন্ন করেন। ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে তাদের ওষধি গাছ সংগ্রহের আগ্রহ ও উদ্দীপনা। তাদের গাছ সংগ্রহের এই কাজকে স্থানীয় অনেকেই পাগলামি বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তাদের ধারণাই ছিলনা যে, এই ওষধি গাছ ও এর শিকড়, বাকল, পাতা, ফুল, ফল দিয়েই হয়তো একটি সংসার ভালভাবেই পরিচালিত হতে পারে, ফিরে পাওয়া সম্ভব একটি নতুন জীবন।

আশেপাশের অনেকেই আইয়ুব-নিপার ওষধি বাগানের এই কাজকে নিরুৎসাহিত করলেও স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা লোকজ ও এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার এবং ঢাকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারসিক তাদের কাজকে স্বাগত জানিয়েছেন, সর্বদা সহযোগিতা করেছেন। আইয়ুব আলী ও নিপা বলেন, 'লোকজ আমাদেরকে কয়েকশত মেটে টব, বিদ্যুতের মোটর এবং সরকারি ডিপ-টিউবওয়েল ও বাগানে যাতায়াতের ইটের রাস্তা তৈরিতে সহায়তা করেছেন। এছাড়া সরকারি দপ্তর, কৃষিবিভাগ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক, টিভি-চ্যানেলের সংঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ স্থাপনের গুরুদায়িত্ব পালন

করে অভিভাবকের মতো কাজ করে চলেছেন। তাদের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা এতদূর এগিয়েছি, আমরা লোকজ এর কাজে চিরকৃতজ্ঞ’।

বর্তমানে নাজনিন আক্তার নিপা বটিয়াঘাটা নারী কৃষক ফোরামের সেক্রেটারি, জাতীয় পদকপ্রাপ্ত নারী কৃষক, গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য এবং খুলনা বিভাগের বন বিভাগের বন কমিটির সদস্য। এছাড়া আইয়ুব আলী রাসমোহন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানিজিং কমিটির সদস্য।

ভবিষ্যতে নিপা তাদের এই ওষুধি বাগানের উদ্যোগকে শিক্ষণীয়-দর্শনীয় স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে, মেয়েকে ইউনানি ও আয়ুর্বেদীয় শিক্ষায় ডাক্তারি পাস করিয়ে জনসেবায় নিয়োজিত করতে, বাড়ির আঙিনাতেই একটি ফ্রি-চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং এ-বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের দোয়া আশীর্বাদ ও সহযোগিতা চান।

কৃষি উন্নয়নে নানা কর্মসূচি

জৈব কৃষি ও স্বনির্ভর ঋণ আন্দোলন: ৪২৮ জন কৃষক সংগঠিত

বটিয়াঘাটা উপজেলায় ২০টি কৃষক সংগঠনে ৪২৮ জন কৃষক সংগঠিত। উপজেলার বটিয়াঘাটা ইউনিয়নে বটিয়াঘাটা, হেতালবুনিয়া, বলাবুনিয়া, কিসমত ফুলতলা বসুরাবাদ এবং গঙ্গারামপুর ইউনিয়নে গঙ্গারামপুর, গোন্ধামারী, সুখদাড়া, ঝড়ভাঙ্গা, আন্ধারিয়া, বয়ারভাঙ্গা, বরণপাড়া, আমতলা, দেবীতলাসহ ১৪টি গ্রামে কৃষকদের নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়নের জন্য এই ২০টি কৃষক সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সব সংগঠনে মোট ২৫৮ জন নারী কৃষক ও ১৭০ জন পুরুষ কৃষক রয়েছে। কৃষি সংক্রান্ত কাজের পাশাপাশি ১২ কৃষক সংগঠন নিজেরা নিজেদের মতো মাসিক ২০, ৪০, ৫০, ১০০ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয় জমা রাখেন। এই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা নিজেরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শুধু ঋণ নয় পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কাজ যেমন- দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ, চিকিৎসা অনুদান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহায়তা, স্বেচ্ছায় রাস্তা সংস্কার, অন্তেষ্টিক্রিয়াসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে সহযোগিতা করছেন।

লোকজের কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১২টি কৃষক সংগঠনে বর্তমানে মুনাফাসহ মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ২২ লক্ষাধিক টাকা। প্রত্যেকটি কৃষক সংগঠন প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হন। সভায় প্রধানত কৃষি সংক্রান্ত, সঞ্চয় জমা, ঋণ পরিচালনা, কৃষি উন্নয়নে নতুন পদক্ষেপ, সামাজিক সমস্যা নিরসন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপনসহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষকদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে এনজিও ঋণের বিপরীতে সংগঠনগুলো স্বনির্ভর ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া কৃষক সংগঠনগুলো এলাকায় জৈব কৃষি আন্দোলনেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

কৃষকের বীজ প্রদর্শনী: ব্যতিক্রমী গ্রামীণ বীজমেলা

হারিয়ে যাওয়া দেশীয় প্রজাতির বীজ বিনিময়, প্রদর্শনী ও বিপননের জন্য ০২ মে বটিয়াঘাটা গঙ্গরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামীণ বীজমেলা ২০১৭। এলাকার অর্ধশতাধিক নারী কৃষক তাদের সংরক্ষিত বীজ নিয়ে এবছরও লোকজ আয়োজিত এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। ব্যতিক্রমধর্মী মেলার প্রত্যেকটি স্টলে কমপক্ষে ২৫ থেকে ১১০ জাত ও প্রজাতির ফলজ, বনজ ও সবজি বীজ প্রদর্শিত হয়।

উন্নয়ন সহযোগী মিজরিওর জার্মানি ও বারসিকের সহযোগিতায় ২০টি কৃষক সংগঠন মেলাটির আয়োজক সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। গংঙ্গারাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ হাদি-উজ-জামান হাদীর সভাপতিত্বে এবং লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের পরিচালনায় মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বুলু রায় গাঙ্গলী এবং উপজেলা কৃষি অফিসার রুবায়েত আরা বক্তব্য রাখেন। এ-সময় আরো বক্তব্য রাখেন খগেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নির্মলেন্দু বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুশীল কুমার রায়, ইউপি সদস্য তুলসী দাস বিশ্বাস, নীহার রঞ্জন সরকার, দীপ্তি রানী মল্লিক, রাজ্জাক শেখ, কৃষক রবীন্দ্র নাম মণ্ডল, সুব্রত বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল এবং সঞ্জীবন মল্লিক।

মেলায় বীজবৈচিত্র্য, বীজের সংখ্যা ও প্রদর্শনীর কৌশলের ওপর ভিত্তি করে একটি নির্বাচনী প্যানেলের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নারী কৃষকদের মধ্যে মৃধা মণ্ডল প্রথম, লক্ষী রাণী ঢালী দ্বিতীয় এবং অনামিকা বিশ্বাসকে তৃতীয় নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদানসহ মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল নারী কৃষকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই বীজমেলার মাধ্যমে কৃষকরা তাদের বীজ বিনিময় ও স্থানীয় বীজের সম্প্রসারণ করতে পেরেছেন এবং বীজ সংরক্ষণ বিষয়ে কৃষকদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লোকায়ত কৃষি উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দুটি ভিন্ন অর্থের ভিন্ন কাজের। শিক্ষণ হচ্ছে যা আমরা সারাজীবন ধরে শিখতে পারি, জানতে পারি। কিন্তু প্রশিক্ষণ হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা লাভ করা। এই প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা ও একে অন্যের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কৃষকরা কৃষি খাতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

স্থানীয় লোকায়ত জৈব কৃষি উন্নয়ন ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০ জন কৃষককে কৃষিবিষয়ক ০৫টি বিষয়ের ওপর ২ দিন করে ২টি ব্যাচে মোট ৪ দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৬-১৭ নভেম্বর ২০১৬ ও ১৯-২০ নভেম্বর ২০১৬ লোকজ সভাকক্ষে প্রশিক্ষণ দুটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বীজতলা তৈরি, বীজ বপন ও রোপন, সার প্রয়োগ, জৈব কীটনাশক তৈরির কৌশল ও প্রয়োগ এবং কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির কৌশল ও ব্যবহার- এই পাঁচটি বিষয়ে প্রশিক্ষণে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন বটিয়াঘাটা উপজেলার কৃষি অফিসার রুবায়েত আরা, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দীপক কুমার রায়, উপজেলা কৃষি অফিসার সরদার আব্দুল মান্নান ও কৃষক বাসুদেব মণ্ডল।

জৈব কৃষি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা জৈব কৃষি ফসল উৎপাদন ও বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে দায়িত্ব পালন করেত পারবে বলে আশা করা যায়।

৮০ প্রজাতির স্থানীয় আমন প্লট

লোকজ'র কৃষক মাঠ দিবস

কৃষকের অংশগ্রহণে এলাকা উপযোগী আমন ধানের জাত নির্বাচনে বটিয়াঘাটায় অনুষ্ঠিত হলো কৃষক মাঠ দিবস ২০১৬। মিজরিওর-জার্মানির সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লোকজ এর আয়োজনে ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ গঙ্গারামপুর স্টার ইউনিট কাব মাঠে কৃষক মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মু. বিল্লাল হোসেন খান। বটিয়াঘাটা উপজেলার হেতালবুনিয়া গ্রামের রংধনু কৃষক সংগঠনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে এবং লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই গাইন, বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন মণ্ডল ও গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ মোঃ হাদি-উজ-জামান হাদী। এছাড়া আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা অমিত বিশ্বাস, ইউপি সদস্য নীহাররঞ্জন সরকার, মহিলা ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান দীপ্তি রাণী মল্লিক, মহিলা ইউপি সদস্য শাহনাজ পারভীন রূপা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিকুঞ্জবিহারী সরকার, ডা. গোলাম হোসেন, দীপক মণ্ডল, কৃষক আরুণী সরকার, মোঃ আইয়ুব আলীসহ ২০টি কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, লোকজ'র মিলন কান্তি মণ্ডল এবং দিপঙ্কর কবিরাজ প্রমুখ।

কৃষকদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আমন ধানের জাত নির্বাচন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ৮০ প্রজাতির স্থানীয় প্রজাতির ধানের পিভিএস প্লট অংশগ্রহণকারীরা পরিদর্শন ক'রে র‌্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাত নির্বাচন করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা এ-সকল ধানের জীবনকাল এবং টিকে-থাকার কৌশল ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন। এছাড়া ব্রিডার কৃষক আরুনী সরকার তার উদ্ভাবিত ১০ প্রজাতির এফ-৭ পর্যায়ের ধানের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। স্থানীয় ধান বীজ বিতরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত ৮০ প্রজাতির ধান সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখায় স্থানীয় কৃষক ও অতিথিরা লোকজ'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশীয় বীজ বৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য গঙ্গারামপুর কৃষক সংগঠনসহ অনান্য কৃষকরা গঙ্গারামপুর গ্রামে ২০১৬ আমন মৌসুমে ৮০ প্রজাতীর দেশীয় আমন ধানের পিভিএস প্লট করেছে। ৮০ প্রজাতীর মধ্যে ৩০টি জাতকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যার ১৫টি জাত আগাম/ বালাম, ১৫টি জাত বড়ান/ দেরিতে, বাকি ৫০টি জাত সংরক্ষণের জন্য চাষ করা হয়েছে। গবেষণাকৃত ৩০টি জাতের মধ্যে ১ হেক্টরে সর্বোচ্চ ফলন হয়েছে, মন্তেশ্বর ৬০৫০ কেজি, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কৈজুড়ি ৫২০৯ কেজি, তৃতীয় হরগোজা ৫০৪১ কেজি। এই গবেষণার মাধ্যমে কৃষকরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ফলনশীল জাতগুলো নির্বাচন করেন।

২০১৬ আমন মৌসুমে বিভিন্ন এলাকার ৪২ জন কৃষকের মাঝে তাদের চাহিদা মতো ৩৬ প্রজাতির ৬৩ কেজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকরা দেশীয় সবজি বীজের জাতগুলোকে চাষের মাধ্যমে দেশীয় বীজ সত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ ও প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন।

অর্গানিক বেতাগা পরিদর্শনে বটিয়াঘাটার কৃষকরা

১৬-১৭ এপ্রিল ২০১৭। বটিয়াঘাটার ১১টি কৃষক সংগঠনের ১৪ জন কৃষক দেখে এলেন অর্গানিক বেতাগা। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ২০১০ সাল থেকে এলাকার শতাধীক কৃষক তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন জৈব কৃষি সমৃদ্ধ এই এলাকাটি। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার দক্ষিণে বেতাগা ইউনিয়নের মাসকাটা ও শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামকে ২০১৩ সালে জৈব কৃষি এলাকা ঘোষণা করায় দেশে-বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেই অর্গানিক বেতাগা দেখে অনুপ্রাণিত হলেন বটিয়াঘাটার কৃষকরা।

অর্গানিক বেতাগা ৭০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ১২০ জন কৃষক বিভিন্ন প্রজাতির সবজি চাষাবাদ করছেন। সম্পূর্ণ জৈব সার ও জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে অর্গানিক বেতাগার কৃষি খামার পরিচালনা করা হচ্ছে। গরু ও মহিষের গোবর দিয়ে কৃষি খামারের মাঝে- মাঝে কৃষকরা পাকা হাউজে জৈব সার তৈরি করছেন। মাটির নিচ দিয়ে বিএডিসি'র সহায়তায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে রয়েছে সেচ ব্যবস্থা। কৃষি ফসলের মধ্যে লাউ, ঝিঙ্গে, চিচিংঙ্গা, ডাটা বিভিন্ন প্রকারের শাক, ক্ষিরাই, বোরো ধান, মুগডাল, কলা, সফেদা, পেঁপে, কুল, নারকেল,

আম, আতা। এছাড়া রয়েছে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি ও মাছ।

বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ ও পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপন দাস এবং কৃষি বিভাগের পরামর্শ মতো কোন জমিতে কখন কী ফসল চাষ করবে, কৃষকরা সেটা ঠিক করে নেয়। ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হতে রেশনিং পদ্ধতিতে কৃষকরা জৈব সার ও জৈব কীটনাশক সংগ্রহ করে। এভাবে ৫০শতাংশ জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষাবাদ ক'রে বছরে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা নিট লাভ করছেন এখানকার কৃষকরা। ঝিঙ্গে, লাউ, চিচিংগা এই ফসলগুলো মাচা-পদ্ধতিতে বাঁশের ওপর জাল বিছিয়ে চাষ করেছেন। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরা অর্গানিক বেতাগা। অর্গানিক বেতাগা সত্যিই দেখার মতো এক কৃষি খামার, যেটির সুনাম আজ শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নেই, বর্তমানে তা বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

এর আগে মোজাম্বিকের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউএনডিপি-এর প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি দল, বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব অর্গানিক বেতাগা পরিদর্শন করেন। এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কৃষি মন্ত্রণালয় সক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন সময়ে কৃষি বিভাগের পরিচালক, বিভিন্ন জেলার উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন উপজেলার কৃষি-কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন প্রতিনিধি দল অর্গানিক বেতাগা পরিদর্শন করেছেন। এলাকার অর্গানিক সবজি বিক্রির জন্য কৃষি বিভাগের সহায়তায় মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে।

দর্শনার্থী কৃষকরা অর্গানিক বেতাগার কৃষক বাসুদেব দাস, জাকির শেখ, শেখর দেবনাথ, গোবিন্দ মণ্ডল, রতন মণ্ডল, শহীদ শেখ ও মোঃ অহিদ-এর কৃষিক্ষেত পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন-শেষে দর্শনার্থী কৃষকরা বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত-বিনিময় করেন। সমগ্র জৈব কৃষি ব্যবস্থাপনা দেখে অনুপ্রাণিত হলেন বটিয়াঘাটার কৃষকরা।

প্রদর্শনী সবজি চাষে সহায়তা প্রদান

পারিবারিক প্রদর্শনী সবজি ক্ষেত তৈরিতে পাঁচটি কৃষক সংগঠনের ৫ জন আদর্শ কৃষক ক্ষুদ্র অর্থসহায়তা পেয়েছেন। খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বটিয়াঘাটা ও গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামের ৫জন কৃষককে নগদ দুই হাজার টাকা করে অর্থসহায়তা প্রদান করা হয়েছে। লোকজ বাস্তবায়নাধীন 'কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে তিন জন নারী ও দুই জন পুরুষ কৃষককে গত ৩০ নভেম্বর ২০১৬ এই সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সহায়তা পেয়েছেন ঝড়ভাঙ্গা 'শাপলা' কৃষক সংগঠনের সেক্রেটারি লক্ষ্মীরাণী মণ্ডল। তিনি ২০ শতাংশ জমিতে ১১ প্রজাতি, হেতালবুনিয়া 'রংধনু' কৃষক সংগঠনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ২৫ শতাংশ জমিতে ১৩ প্রজাতি, বরণপাড়া 'সুন্দরবন' কৃষক সংগঠনের সদস্য ভক্তি সরকার ৭ শতাংশ জমিতে ১১ প্রজাতি, আন্ধারিয়া 'বনফুল' কৃষক সংগঠনের সদস্য দুলালচন্দ্র বিশ্বাস ১৩ শতাংশ জমিতে ৮ প্রজাতি এবং গঙ্গারামপুর 'নারী উন্নয়ন' কৃষক সংগঠনের ক্যাশিয়ার শিপ্রা রায় ১০ শতাংশ জমিতে ৯ প্রজাতির শীতকালীন সবজির প্রদর্শনী আবাদ ক'রে এলাকায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

কৃষকগণ আগের তুলনায় বেশি জমিতে বেশি প্রজাতির সবজি চাষ করেছেন। সম্পূর্ণ অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষ ও প্রদর্শনী সবজি-ক্ষেত দেখে অন্য কৃষকরা উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন এলাকার এই সকল কৃষক নিরাপদ সবজি চাষি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।

কৃষি সম্মাননা প্রদান

ভালো-কাজের স্বীকৃতি প্রদান করলে সেই কাজের প্রতি আরো আগ্রহ ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। এ-বছর ০২ মে ২০১৭ ভালো-কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ গঙ্গারামপুর কৃষক সংগঠন ও গোলাপ কৃষক সংগঠনকে পাঁচ হাজার টাকা করে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। কৃষিকাজ ও কৃষক সংগঠনের কাজে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

গঙ্গারামপুর কৃষক সংগঠন ২০০৯ সালে গঠিত হয়ে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ভূমিকা রাখছে। সংগঠনটি ৮০ প্রজাতির আমন ধানের পিভিএস প্লট তৈরি, বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কাজ করে চলেছে। এছাড়া নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনে সংগঠনের সদস্যরা সচেষ্ট থেকে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে গোলাপ কৃষক সংগঠন ২০১৪ সালে সংগঠিত হয়। সংগঠনটির সকলেই নারী কৃষক। প্রত্যেক সদস্যই সবজি চাষে সরাসরি মাঠে থেকে কাজ করেন। এই ঘটনা এলাকায় বিরল ঘটনা। কৃষির উন্নয়নে তারা প্রতিদিন সংগ্রাম করে চলেছে। লোকজ-এর পক্ষ থেকে এই সহযোগিতা কৃষক সংগঠন দুটিকে স্বপ্রণোদিত হয়ে আরো বড় ভূমিকা পালন করতে উৎসাহ যোগাবে।

কৃষকের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে যেমন অভিজ্ঞতা বাড়ে, অনানুষ্ঠানিকভাবে কৃষক-কৃষক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও দর্শনীয় আদর্শ কৃষিকাজ দেখেও কৃষি কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কৃষি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১১ জানুয়ারি ২০১৭, ১১টি কৃষক সংগঠনের ১২ জন কৃষক ও ২ জন প্রকল্পকর্মীর সমন্বয়ে একদিনব্যাপী আন্তঃকৃষক কৃষক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়। বটিয়াঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়নে হেতালবুনিয়া ও হাটবাটি গ্রামে দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় জৈব কৃষি কাজ এই সকল কৃষকরা পরিদর্শন করেন।

কার্যক্রমের শুরুতে হাটবাটি গ্রামের মুকুল বাছাড়-এর মসলা ফসল দেশীয় চুইঝাল চাষ দেখেন সফরকারী দলটি। এই সময় জানা যায়, ১৫৬টি চুই ঝাড় থেকে গত এক বছরে মুকুল বাছাড় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার চুই বিক্রি করেছেন। চুইচাষে খরচ খুবই কম, লাভ অনেক বেশি। তিনি তার আদর্শ গরুর খামার, পুকুর ও মৎস্য ঘের ঘুরিয়ে দেখান। এরপর পর্যায়ক্রমে সফর দলটি হেতালবুনিয়া গ্রামের কৃষক জগন্নাথ মণ্ডলের বিনাচাষে আলু উৎপাদন, কৃষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের অর্গানিক সবজি ক্ষেত, নাহাড়ীতলার টার্কি ফার্ম এন্ড হ্যাচারি, হাটবাড়ি পূর্বপাড়ার অভিজ্ঞ কৃষক সুনীল বাছাড় ও শুধাময় বাছাড়ের আদর্শ সবজি ক্ষেত, মৎস্য খামার, কবুতর ফার্ম এবং কুলের বাগান পরিদর্শন করেন।

প্রকল্প অবহিতকরণ সভা

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে ২১ জুলাই ২০১৬ 'লোকজ'-এর 'কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প'- এর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ এক বছরের পরিকল্পিত কাজ তুলে ধরা হয়। সভাপতি বলেন, দাতা সংস্থা মিজরিওর জার্মানি সহায়তায় জুলাই ১৩ হতে জুন ১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ৩ বছরের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জুলাই-১৬ হতে জুন-১৮ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মু. বিল্লাল হোসেন খান। ১০টি কৃষক সংগঠনের কৃষক প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিরা প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলেন। এ-প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই গাইন ও বুলু রায় গাঙ্গুলী, গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ হাদি-উজ-জামান হাদী, বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন মণ্ডল, বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রুবায়েত আরা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. স্বপন কুমার রায়, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা বাদল কৃষ্ণ সাহা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাজমুল হক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ মোনায়েম খান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল গফফার গাজী, মোঃ মুজিবর রহমান, রূপান্তরের দীপ্তি রায়, ব্র-গোল্ড প্রোগ্রাম-এর সিও বাসুদেব চক্রবর্তী, উত্তরণ-এর ম্যানেজার সরজু বিশ্বাস, কৃষক প্রতিনিধি আরুণী সরকার ও বিষ্ণুপদ রায়।

কৃষক-সাংবাদিক মতবিনিময় সভা

কৃষি-প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক কৃষক-সাংবাদিক মতবিনিময় সভা ১০ জুন ২০১৭ বটিয়াঘাটা উপজেলা প্রেসকাবে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক সংগঠন ও লোকজ-এর উদ্যোগে মিজারিওর জার্মানির সহযোগিতায় লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ মোঃ হাদি-উজ-জামান হাদী, শংকর রঞ্জন সরকার, পলাশ দাশ, উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রতাপ ঘোষ, সাংবাদিক সঞ্জয় বিশ্বাস, মিলন মল্লিক, গাজী তরিকুল, শাওন হাওলাদার। এছাড়া কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি শিলা কবিরাজ, আশালতা ঢালী, বিউটি বিশ্বাস, কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, অমর রায়, অশোক বিশ্বাস, আরুণী সরকার, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল সভায় উপস্থিত থেকে এলাকার কৃষক সংগঠনগুলোর কৃষিভিত্তিক ভিন্নমাত্রার কাজ ও অবদান তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় কৃষিব্যবস্থা কৃষকদের পরিচালনা করতে স্থানীয় ও সরকারি সহযোগিতা, কৃষকদের কৃষিভর্তুকি নিশ্চিতকরণ ও শস্যবীমা চালু করা, যুগোপযোগী নতুন স্লুইচ গেট স্থাপন এবং উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচু ও আধুনিকায়ন, ভরাটকৃত নদী-খাল খনন ক'রে সকল মৌসুমের ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ, ক্রেতা বা ফড়িয়াদের সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করা ও সরকারি চাকরিতে কৃষক সন্তানের ৫০% কোটা সংরক্ষণের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ মোঃ হাদি-উজ-জামান হাদী তাৎক্ষণিক বক্তব্যে কৃষকদের দাবির প্রেক্ষিতে গঙ্গারামপুর ইউনিয়নে ২টি কৃষক সংগঠন এলাকায় কৃষি সেচ কাজের জন্য ২টি গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এবং কৃষকদের স্থান নির্বাচনের পরামর্শ প্রদান করেন।

দিবস পালন

পহেলা বৈশাখ ১৪২৪ উদযাপন

বটিয়াঘাটা উপজেলা প্রশাসন ও লোকজ-এর আয়োজনে পালিত হয় বাংলা নববর্ষ ১৪২৪। এলাকার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কৃষক, সাংবাদিক, শ্রমজীবীসহ সর্বস্তরের শতশত নারী-পুরুষ মঙ্গল শোভাযাত্রা ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

নারী-পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে পুরানো বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বাঙালি ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করে লোকজ। পরে পান্তাভোজ, আলোচনা-সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেশীয় বিভিন্ন খেলাধুলা ও লোকসংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে দিনব্যাপী চলে নানা আয়োজন।

লোকজ প্রদর্শিত পুরানো ঐতিহ্যের মধ্যে (১) কলসি কাঁখে কুলবধূ, (২) পান্তাভাত গামছায় বাঁধা চলমান কৃষক, (৩) লাঙ্গল-জোয়াল কাঁধে মাঠের উদ্দেশ্যে চলমান কৃষক, (৪) টুকরি মাথায়, কাস্তে হাতে, কোমরে গামছা বাঁধা কৃষক, (৫) কান্দোল, টুসি, দাওনি হাতে চলমান কৃষক, (৬) খেপলা জাল কাঁধে, খালই হাতে, মাথায় গামছা বাঁধা জেলে, (৭) হেঁচাজাল কাঁধে ড্যাগ হাতে মাছুরে, (৮) তামাকের চুংগা বগলে, হাতে কুটোর বন্দেল, মুখে হুক্কা টানরত কৃষক, (৯) পালকি কাঁধে দুই বেহারা, (১০) বাক কাঁধে দই বিক্রেতা, (১১) সাপের ঝুড়ি হাতে বেদে-বেদেনী, (১২) একতারা হাতে চলমান বাউল, (১৩) ঠুংগি, দঁড়া, দা, সজ্জিত গাছী, (১৪) বাঁশের বাঁশি বাজনারত বাঁশিওয়ালা, (১৫) ঝুড়ি, কুলা, ঢাকনা কাঁধে গ্রামে চলমান ঋষি, (১৬) ফুলের ডালি হাতে মালিনী, (১৭) গলায় বাক্স বাঁধা পানের খিলি বিক্রেতা, (১৮) পোলো হাতে মাছুরে, (১৯) শিপে বড়শি ও খালই হাতে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গার্হস্থ্য, (২০) বাঁক কাঁধে ডাব বিক্রেতা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

‘নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা’– এই শ্লোগানকে ধারণ ক’রে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭। দিবসটি উপলক্ষে উন্নয়ন সংগঠন লোকজ-এর উদ্যোগে ৮ মার্চ ২০১৭ সকাল ১০টায় উপজেলার গঙ্গারামপুরের স্টার ইউনিট ক্লাব প্রাঙ্গনে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় দুই শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার-এর স্বাগত বক্তব্য ও সঞ্চালনা এবং গঙ্গারামপুর সবুজ কৃষক সংগঠনের সভাপতি শীলা কবিরাজ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শাহানাজ পারভীন রূপা এবং নীহার রঞ্জন সরকার। সভায় আলোচনা করেন নারী কৃষক আশালতা ঢালী, বিনোদিনী রায়, অনিতা মহালদার খুকুরানী অধিকারী, বিজলী বিশ্বাস, দিপালী বিশ্বাস, শিক্ষক ঠাকুরদাস সরকার, সুশীল কুমার রায়, নিকুঞ্জ বিহারী সরকার এবং লোকজ-এর দিপংকর কবিরাজ, মিলন কান্তি মণ্ডল, পবিত্রা মণ্ডল প্রমুখ। সভায় নারী-পুরুষ বৈষম্য, নারী অধিকার, নারী উত্তরাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়াও ৫ মার্চ ২০১৭ উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বটিয়াঘাটা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নারী দিবসের অনুষ্ঠানে লোকজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

কৃষি অনুপ্রেরণার কথা

০১

লোকজের সজিনা চাষ সম্প্রসারণ: সজিনা গ্রাম ঝড়ভাঙ্গা

৪০টি পরিবারের ছোট্ট একটি গ্রাম ঝড়ভাঙ্গা। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলা সদর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে গঙ্গারামপুর ইউনিয়নে এই গ্রামের অবস্থান। গত বছর চারেকের প্রচেষ্টায় গ্রামের শতভাগ বাড়িতে চাষ হচ্ছে সজিনার।

২০১৪ সালে গ্রামের ২৫ জন কৃষককে লোকজ সজিনা চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তখনকার জরিপ অনুযায়ী গ্রামটিতে সজিনা গাছের সংখ্যা ছিলো ৭০টি। প্রশিক্ষণ পাবার পর ২০১৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৮টি। বর্তমানে ছোট্ট এই গ্রামটিতে সজিনা গাছের সংখ্যা ২৩১টি। এ-বছর ঝড়ভাঙ্গা গ্রামের ৩০টি পরিবার ৪৯,৮৮০ টাকার সজিনা বিক্রি করেছেন। দিন দিন ঐ গ্রামে সজিনা চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ঝড়ভাঙ্গা গ্রামটিকে সজিনা গ্রাম হিসাবে অবিহিত করা হয়। শুধু আর্থিক লাভ নয় শারীরিক পুষ্টি চাহিদা ও রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতার জন্য সজিনা প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ঝড়ভাঙ্গা গ্রামের কৃষকদের দেখে পাশের গ্রাম সুখদাড়া, আমতলা, আন্ধারিয়া গ্রামের কৃষকরাও এখন সজিনা চাষে আগ্রহী হয়েছেন। সজিনা একটি জাদুকরী পুষ্টি উপাদান ও ওষধি গুণসমৃদ্ধ সবজি। বিনা পরিচর্যায় বসতবাড়ির আশেপাশে যে-কোনো জায়গায়র উঁচুভিটায় এটা চাষ করা যায়।

এছাড়া সজিনা চাষ আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকজ ২০১৫ সালে দাকোপ উপজেলায় আইলা অধ্যুষিত কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়নে বারো’শ সজিনার ডাল বিনামূল্যে বিতরণ করে। এলাকার কৃষক সংগঠনগুলো এই কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে।

০২
বিনা চাষে আলু উৎপাদন: ৫ শতাংশে আয় আট হাজার

আমন ধান ওঠার পর আলুর চাষ, আলুর পর সবজি। এভাবে একই জমিতে এক বছরে তিনটি ফসল করা যায়। বাড়ির আবর্জনা পঁচা ও জৈব সার আলু চাষের জন্য যথেষ্ট। এতে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়, পরবর্তী ফসল ভালো হয়। আমন ধান ও সবজি চষের মধ্যবর্তী সময়ে চাষ করায় এটাকে একটা ফাও ফসলও বলা যেতে পারে। এছাড়া এভাবে আলু চাষে খরচ কম, ফলনও ভালো। কথাগুলো বলছিলেন খুলনার বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়নের হেতালবুনিয়া গ্রামের ৬২ বছরের অভিজ্ঞ কৃষক জগন্নাথ মণ্ডল। তিনি হেতালবুনিয়া রংধনু কৃষক সংগঠনের ক্যাশিয়ার। গত পৌষ মাসের সাত তারিখ পাঁচ শতাংশ জমিতে পঁচা খড়কুটা, গোবর, ৮টি মুরগির ১ বছরের বিষ্ঠা, সাকুল্যে ২৫০ কেজি জৈব সার ও সামান্য ৩ কেজি টিএসপি, ২ কেজি এমওপি সার ভেঁজামাটির ওপর বিছিয়ে জমি প্রস্তুত করেন। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা বেডে ৯ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে ৫টি সারিতে এক বেড। বেড থেকে বেডের ফাঁকা ১৮ইঞ্চি। লিচু আকৃতির ৪০ কেজি গজানো আস্ত বীজ আলু ৬ ইঞ্চি পর পর রোপন ক'রে জৈব সার প্রয়োগ ক'রে খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দেন। বীজ রোপনের একমাস পর প্রথমবার হালকা সেচ, এর পনের দিন পর দ্বিতীয় ও শেষবার হালকা সেচ দেন। কচা, চটা, নেট ও পলিথিন দিয়ে ঘেরাবেড়া দেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সরেজমিনে তার ক্ষেতে গেলে জানা যায় ৫ শতাংশ জমিতে আলু চাষে তার সর্বমোট ১৮৫৫ টাকা খরচ হয়েছে। উৎপাদিত আলু ১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করলে তার খরচ বাদে কমপক্ষে ৮০০০ টাকা নিট লাভ হবে। তার এ-পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিবেশী ও অন্যান্য গ্রামের কৃষকরাও এভাবে আলু চাষ শুরু করেছেন।

০৩
খৈল ও তামাক ব্যবহার করে ধানের বাম্পার ফলন

সরিষার খৈল ও তামাক ভেজানো পানি দিয়ে ধান চাষ ক'রে সফল হয়েছেন তুলসীদাস বিশ্বাস নামের এক কৃষক। তিনি তাঁর নিজস্ব ৯০ শতাংশ জমিতে বোরো ধান চাষ করে এ সফলতা পান। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার হেতালবুনিয়া গ্রামে কৃষক তুলসীদাস বিশ্বাস তার নিজস্ব জমিতে বোরো ধান চাষ করেন। জমিতে তিনি কোনো রাসায়নিক সার বা রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করেন নি। তিনি জৈব সার হিসেবে সরিষার খৈল এবং কীটনাশকের পরিবর্তে ১২০ লিটার পানিতে ২০০ গ্রাম তামাক ভেজানো পানি ব্যবহার করেছেন। তাতে ফসলের কোনো ক্ষতি হয় নি, বা উৎপাদন কমে যায় নি, বরং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে তার স্ত্রী ও দুই ছেলে নিয়ে এ-চাষে সফলতার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তার ৯০শতাংশ জমির ৫০ শতাংশে সিনজেনটা ১২০২ এবং ৪০ শতাংশে বিআর ২৮ জাতের ধান চাষ করেন। তিনি লোকজ-এর কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে গঠিত হেতালবুনিয়া রংধনু কৃষক সংগঠনের সদস্য। স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও লোকজ-এর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সফলতা পেয়েছেন।

০৪
আমন চাষে নজির সৃষ্টি

কৃষক মোঃ মুনছুর আলী শেখ। বয়স ৬৭। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন ভান্ডারকোট ইউনিয়নের শিয়ালীডাঙ্গা গ্রামে তার বাড়ি। পিতা মৃত আয়েনউদ্দিন শেখ। বিএ পাশ করা মুনছুর শেখ প্রথম জীবনে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করলেও এখন সে একজন আদর্শ সৌখিন কৃষক। বর্তমানে ধান, মাছ ও সবজি চাষে জড়িত। তার নিজস্ব জমি পাঁচ বিঘা। সম্প্রতি তার সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জানান ২০১৫ সালে উন্নয়ন সংগঠন লোকজ থেকে ১.৫ কেজি মোহিনীসালোট ও ১ কেজি কালোজিরা ধানের বীজ নিয়ে চাষ করেন। সাত শতক মাঝারি নিচু জমিতে মোহিনী ধান চাষ করে ২ মণ ৩০ কেজি এবং পাঁচ শতাংশ জমিতে কালোজিরা ধান চাষ করে ২ মণ ফলন পান। ফসল ভালো হওয়ায় উৎপাদিত দুই প্রজাতির সমস্ত ধান পরবর্তী বছরের জন্য বীজ হিসেবে তিনি সংরক্ষণ করে রাখেন।

২০১৬ সালে আমন মৌসুমে এক একর জমিতে মোহিনীসালোট ধানের চাষ করেন এবং ৩ জন চাষিকে ধানের চারা প্রদান করেন। তিনি জমিতে কোনোপ্রকার রাসায়নিক সার বা কীটনাশক সার প্রয়োগ করেন নি। ধানক্ষেতে ব্যাপক ইঁদুরের আক্রমণের পরও ফলন হয় ৪০ মণ। মুনছুর শেখ বলেন, মোহিনীসালোট ধান উজ্জ্বল সোনালি রঙের। চাল সাদা। ফলন খুব ভালো। শীষ থেকে ধান ঝরে না। এই চালের ভাত খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। পুষ্টিগুণ ও দাম অনেক বেশি। বাজারে ব্যাপক চাহিদা। এপর্যন্ত ৪ জন কৃষক বীজ নিতে চেয়েছেন। ২ বিঘা জমিতে খরচ হয়েছে ৮০০০ হাজার টাকা। ১৪০০ টাকা মণ দরে ৪০ মণের দাম হয় ৫৬,০০০ টাকা। নিট লাভ ৪৮,০০০ টাকা। ধান চাষের প্রতিক্রিয়াতে তিনি বলেন- লোকজ-এর এই উদ্যোগ খুবই ভালো। এলাকার কৃষকদের প্রচুর উপকার হচ্ছে। কৃষক নিজে বীজ রাখতে পারছে। পরিবেশ নির্মল থাকে। নিরাপদ খাদ্য পাওয়া যায়। দাম ও চাহিদা ব্যাপক। তিনি কৃষকদের দেশীয় উঁচু বাজারমুল্যের অধিক ফলনশীল আমন ধান চাষের পরামর্শ প্রদান করেন।

০৫

বটিয়াঘাটার গঙ্গারামপুরে তরমুজের বাম্পার ফলন

২০১৭ মৌসুমে বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের ৯টি গ্রাম গঙ্গারামপুর, কাতিয়ানাংলা, আমতলা, আন্ধারিয়া, টেংরামারী, বয়ারভাঙ্গা, দেবীতলা, কাঁঠালতলা ও কোদালদহে তরমুজ চাষ হয়েছে। এখানকার ১৭১ জন চাষি সর্বমোট ১৬৫.২৫ একর জমিতে এ-বছর তরমুজ চাষ করেছেন। এর মধ্যে ৫৪.১৩ একর কৃষকদের নিজস্ব জমি এবং ১১১.১২ একর বর্গা জমি। চাষিরা ড্রাগন, সুইট ড্রাগন, পাকিজা, বাদশা, বিগ ফ্যামিলি, জাম্বু জাগোয়া, ব্লাক মাস্টার ও হান্টা জাতের তরমুজ চাষ করে মোট ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ২ শত টাকার তরমুজ বিক্রি করেছেন। বিগত বছরের তুলনায় বাজারমূল্য বেশি থাকায় হাসি ফুটেছে কৃষকের মুখে।

তবে ফসল উৎপাদনের পরে বিক্রির জন্য বিপাকে পড়তে হয় কৃষকদের। কেউ ক্ষেতসমেত বিক্রি করেন, কেউ খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী, মাদারীপুর ও ঢাকায় নিয়ে বিক্রয় করেন। স্থানীয়ভাবে বাজারের/ মার্কেটিং-এর সুব্যবস্থা না থাকায় চাষিদের খরচ বেড়ে যায়। চাষিদের দাবি– এ-অঞ্চলে তরমুজ বিক্রির মার্কেট গড়ে তোলা, চাষের জন্য মিষ্টি পানির সুব্যবস্থা, সরকারি বেসরকারি প্রণোদনা ও বিনাসুদে লোনের ব্যবস্থা করা।

০৬

বটিয়াঘাটায় ৩৬০ হেক্টর জমিতে মুগডালের চাষ

৮০ সালের পর থেকে উপজেলার বটিয়াঘাটা সদর, জলমা, সুরখালী ও গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের কৃষকরা তিলে মুগডাল চাষ করছেন। তিলের সাথে এই মুগ চাষ করা হয় বলে একে স্থানীয়ভাবে তিলেমুগ বলা হয়। এখানকার কৃষকরা আমন ধান কাটার পর মাঘ-ফাল্গুন মাসে উঁচু ও মাঝারি জমিতে ডালবীজ বপন করেন এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ফসল সংগ্রহ করেন। বপনের ৮০-১০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত প্রতিবিঘা (৫০শতাংশ) জমিতে ৪-৫ মণ ডাল উৎপাদন হয়ে থাকে। সেচ ও সার না দিয়েও ডাল চাষ করা যায়। তবে হালকা পরিমাণ পোকার উপদ্রব হলে ১/২ বার কীটনাশক প্রয়োগ করলেই ভালো ফলন পাওয়া যায়। এলাকার মানুষের উদ্ভিজ আমিষের চাহিদা পূরণে প্রধান ভূমিকা রাখে এই ডাল।

স্থানীয় কৃষি বিভাগের তথ্যমতে ২০১৭ মৌসুমে বটিয়াঘাটা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ৩৬০ হেক্টর জমিতে মুগ ডালের চাষ হয়েছে। ফলন হয়েছে হেক্টর প্রতি ৭২০ কেজি। ডাল স্থানীয় বটিয়াঘাটা বাজারে ফড়িয়ারা ক্রয় করে। তাছাড়া গ্রামের মধ্যেও ফড়িয়ারা ঘুরে ঘুরে মুগডাল ক্রয় করে থাকে। বর্তমানে কেজি প্রতি বাজার দর ৭০-৮০ টাকা। বটিয়াঘাটার তিলেমুগ ডালের সুনাম রয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। ডাল চাষ বেশ লাভজনক মনে করেন কৃষকরা। তাই দিন দিন চাষাবাদ বাড়ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকরা পারিবারিক প্রয়োজন মিটিয়ে বাকিটা বিক্রি করে থাকেন। উপজেলার গঙ্গারামপুর সবুজ কৃষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, নারী কৃষক সাধনা কবিরাজ প্রতিবছর মুগডাল চাষ করেন। তিনি জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে বছরে ৭-৮ মণ মুগডাল বিক্রি করে থাকেন। সাধনা কবিরাজের মতো সংগঠনের অধিকাংশ সদস্য মুগডাল চাষ করে আর্থিক উন্নয়ন করছেন।

Loving Care for the Oppressed Society- LoCOS
An Organization for Social Empowerment

Village: Gangrampur, Post: Katianangla
Upazilla: Batiaghata, District: Khulna
Bangladesh
E-mail: locosdeb@yahoo.com
Web: www.locosbd.org
Cell: +88 01716 704110, +88 01937 702355